যুগান্তর

তারিখ 5 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৩

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড মাথানত করে দিয়েছে : ওবায়দুল কাদের

যুগান্তর রিপোর্ট

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাম্প্রতিক কালে ছাত্রলীগের কিছু কর্মকাণ্ড ক্ষমতাসীনদের মাথা নিচু করে দিয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের ৬৫ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে সাবেক নেতারা মাথা উঁচু করে গর্ব অনুভব করে, অহংকার করে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কর্মকাণ্ড সাবেকদের মাথা লজ্জায় হেড করে দেয়। সংগঠনের ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি আচরণে পরিবর্তন আনতে বর্তমান ছাত্রনেতাদের পরামর্শ দেন তিনি। শুক্রবার ছাত্রলীগের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের উন্নয়ন হবে ডিজিটাল উপায়ে। তবে ছাত্রলীগ কর্মীদের আচরণ হবে এনালগ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক আচরণ ডিজিটাল হওয়ার দরকার নেই। ডিজিটাল আচরণে সৌজন্যবোধ, আদর্শ ও মমত্ববোধ নেই। তাই এ এনালগ আচরণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে রাজধানীতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও বের করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে সংগঠনের নেতাকর্মীরা। রাত ১২টা ১ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কেক কাটা ও মিষ্টি বিতরণ এবং রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকাসহ রাজধানীতে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এছাড়া সকাল ৭টায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানায়, শুক্রবার কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা মুখরিত হতে থাকে জয় বাংলার স্লোগানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ার্ড থেকে মিছিল আসতে থাকে অনুষ্ঠানস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায়। তাদের হাতে শোভা পায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছবি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিভিন্ন ছবি। আবার কারও কাছে ছিল ছাত্রলীগের পতাকা ও জাতীয় পতাকা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। ইতিমধ্যেই মাইকে প্রচার শুরু করেন কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা।

মঞ্চে আসেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের একটি বিশাল দল। ছাত্রলীগ সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ওবায়দুল কাদের এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বদিউজ্জামান সোহাগ। এরপর সবার সম্মিলিত কণ্ঠে করতালির মধ্য দিয়ে গাওয়া হয় 'শিক্ষা শান্তি প্রগতির নামে মোরা মুজিবের সৈনিক.... জয় জয় ছাত্রলীগ.. জয় জয় ছাত্রলীগ' দলীয় সংগীতটি। ৬৫টি বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ওবায়দুল কাদেরসহ সাবেক নেতারা।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক সভাপতি আবদুল মান্নান, শাহ আলম, মাইনুদ্দীন হাসান চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সোবাহান গোলাপ, সাবেক সভাপতি একেএম এনামুল হক শামীম, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, বাহাদুর বেপারি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আফজাল হোসেন, সাবেক সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের রাজনীতিতে হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার ফরমালিনের চেয়েও বেশি ছড়িয়েছে। রাজনীতিতে শিষ্টাচারের পরিবর্তে আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা কখনোই চাই না কারও পরিণতি '৮১ সালের মতো হোক কিংবা ৩০ মে'র মতো হোক। কিন্তু যারা বারবার ১৫ আগস্ট কিংবা '৭৫-এর হুমকি দেয় তারা আর যাই করুক রাজনীতি করেন না। আওয়ামী লীগের এ নেতা বলেন, আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাষা রাজনীতিতে ও গণতন্ত্রের ভাষা নয়। আওয়ামী লীগ রক্তাক্ত রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। যারা এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন তাদের বিচার বাংলাদেশের জনগণের কাছে দিলাম। জনগণই তাদের বিচার করবে।

যোগাযোগমন্ত্রী বলেন, দেশের ডিজিটাল উন্নয়নের জন্য ছাত্রলীগের প্রয়োজন নেই। এ কাজ আওয়ামী লীগের নেতারাই করছেন। ছাত্রলীগের কাজ হচ্ছে সার্বিক কর্মকাণ্ডে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে যাওয়া। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া।

ছাত্রলীগের সাবেক এই নেতা বলেন, গুটিকয়েক হাইব্রিড ও ফরমালিন ছাত্রলীগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গুটিকয়েকের জন্য হাজার হাজার নেতাকর্মীর প্রাণপ্রিয় সংগঠন ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে না। তিনি এসময় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ওই সব হাইব্রিড নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। ছাত্রলীগের নামে নেতিবাচক প্রচার হচ্ছে বলে দায়ভার এড়ানোর সুযোগ নেই। নেতিবাচক ওই প্রচারের জবাবে ইতিবাচক আচরণ করতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। আর জনগণের আস্থা ফিরলে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে।

১২টা ১ মিনিটে কেক কাটা : এদিকে ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয় বৃহস্পতিবার থেকেই। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি রোডে শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের ফেস্টুন লাগানো হয়। এরপর রাত ১২টা ১ মিনিট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কেক কাটেন ছাত্রলীগ সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম। কেক কাটা ও মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে এসময় পুরো কার্জন হল এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরে ছাত্রলীগ নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

বর্ণাঢ্য র‌্যালি : উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি টিএসসি, শাহবাগ, মৎস্যভবন, কাকরাইল মোড়, বিজয় সরণি, পল্টন মোড় হয়ে ৩২ বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এসময় খোলা ট্রাক, পিকআপ ভ্যানে চেপে সাউন্ড বক্সের তালে তালে নেচে আনন্দ করতে দেখা যায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের। ছাত্রলীগের এ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার কারণে এসময় পুরো এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষও ভোগান্তিতে পড়ে। রাতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শেষ হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ত-সা) : এদিকে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে সংগঠনের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ত-সা)। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৭টায় ৪২ বলাকা ভবনস্থ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ এবং ১১টায় ডাকসু ভবন চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি হোসাইন আহমেদ তফছিরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম সুমনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও জাসদ স্থায়ী কমিটির সদস্য শিরীন আখতার, ড. মুসতাক হোসেন, নাজমুল হক প্রধান। এছাড়া সাবেক সভাপতি করিম সিকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়দুর রহমান বিটুল, কেন্দ্রীয় নেতা ইউনুছুর রহমান, তৈমুর ফারুক তুষার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।